আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী ওল্টুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে ওল্টুর মাদক কারবারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। অভিযানের নামে সৃষ্ট প্রহসনে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবিলম্বে জোরালো অভিযান চালিয়ে ওল্টুকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে মাদক বেচাকেনার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত যুবকের নাম মো. ওল্টু (২৭)। তিনি উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মৃত সাহেব আলীর ছেলে। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি এখন ‘মাদক সম্রাট’ নামেই পরিচিত।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ওল্টু গ্রামে মাদকের কারবার চালিয়ে আসছেন। পুলিশের তৎপরতা বাড়লে তিনি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দেন, আর অভিযান থেমে গেলেই আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বর্তমানে তিনি একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে মাদক ছড়িয়ে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই অবৈধ ব্যবসায় স্কুলপড়ুয়া কিশোর ও মাদকাসক্তদের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তারাই মাদকের বাহক ও সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে।

এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, একসময় বেলগাছীএলাকায় মাদক ব্যবসার মাধ্যমে আলোচিত ছিলেন ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম। এখন সেই একই পথে হেঁটে ওল্টু এলাকায় মাদকের বিস্তার ঘটাচ্ছেন।

এলাকার একটি সূত্র জানায়, ওল্টু প্রকাশ্যে দাবি করেন, “আমি মাদক বিক্রি করব, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। পুলিশও না। আমি কৌশলে ব্যবসা করি, পুলিশ এলেও কিছু পাবে না।” তার এমন দাম্ভিকতায় গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা বলছেন, এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বেলগাছীর তরুণ প্রজন্ম মাদকের ভয়াবহ ছোবলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা পুলিশ

প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, মাদকের এই গডফাদারকে দ্রুত গ্রেফতার করে এলাকাকে মাদকমুক্ত করা হোক।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

আলমডাঙ্গায় সংবাদ প্রকাশের পর মানবিকতার হাত বাড়ালেন ইউএনও

সংবাদ প্রকাশের পর মানবিকতার হাত বাড়িয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহিনুর আক্তার।

“৩ বছরের শিশুর পাহারায় অসহায় বাবা” স্থানীয় পত্রিকায় এমন হৃদয়স্পর্শী সংবাদ প্রকাশের পর অবশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন।

আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামের ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত শহিদুলের অসহায় জীবনসংগ্রামের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনুর আক্তারের নজরে আসে। মানবিক বিবেচনায় তিনি শহিদুলের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চাল, শুকনা খাবার ও আর্থিক অনুদান তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

জানা যায়, শহিদুল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারানোর পর তার পরিবার চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে। অভাব-অনটনের সংসারে চিকিৎসার ব্যয় বহন তো দূরের কথা, দৈনন্দিন খাবার জোগাড় করাও হয়ে ওঠে কঠিন। একটি ছোট্ট চালাঘরে অরক্ষিত অবস্থায় বসবাস করা পরিবারটির রাত কাটে নানা আতঙ্কে।

সংবাদ প্রকাশের পর স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অসুস্থ বাবার শয্যার পাশে ৩ বছরের কন্যাশিশুর পাহারা দেওয়ার দৃশ্য এবং ১০ বছরের ছেলেটির অসহায়ত্ব

অনেকের হৃদয় স্পর্শ করে।

এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার এই মানবিক উদ্যোগ পরিবারটির মাঝে নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। শহিদুলের স্ত্রী আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, “আমরা ভেবেছিলাম আমাদের কষ্ট কেউ দেখবে না। কিন্তু সংবাদ প্রকাশের পর ইউএনও ম্যাডাম আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ।”

স্থানীয়রা মনে করছেন, সমাজের বিত্তবান ও মানবিক ব্যক্তিরাও যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে শহিদুলের চিকিৎসা এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ তৈরি হবে।

দামুড়হুদার ডুগডুগিতে জুয়ার আসরের সংবাদপ্রকাশের জেরে সাংবাদিক কে হুমকি

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশের পর দৈনিক মাথাভাঙ্গার দামুড়হুদা প্রতিনিধিকে মোবাইলে হত্যার হুমকি প্রদান করেছেন জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা মাদকাসক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ।

অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির মাহমুদের ছেলে ও জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

জানা গেছে, গতকাল রোববার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে জমজমাট জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে এমন বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশ হয়। এরপরই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা মাদকাসক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ। এরই জের ধরে গতকাল রোববার দুপুরে ০১৯৪৬২৭৯৭৯০ নাম্বার থেকে কল করে আসাদুজ্জামান আসাদ সাংবাদিক কে হত্যার হুমকি প্রদান করে বলেন তোকে কোপানোর জন্য লোকজন ঠিক করা হ’য়েছে। দামুড়হুদা চৌরাস্তায় ফেলে তোকে কোপাবো।